যুগান্তর

তারিখ ... 14 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 16 কলাম ... 2 ...

গফরগাঁওয়ে অনুদানের টাকা মেরে দিলেন ছাত্রদল নেতারা

গফরগাঁও প্রতিনিধি

গফরগাঁও পৌর ছাত্রদলের নিহত সাধারণ সম্পাদক ইবনে আজাদ কমলের পরিবারকে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দেয়া অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করেছেন স্থানীয় ছাত্রদল নেতারা। এ ঘটনায় নিহত কমলের বাবা আবুল কালাম ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি রুকনুজ্জামান রুকন ও গফরগাঁও উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহিবুর রহমান নাছিমের বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। আবুল কালাম জানান, ছাত্রদল নেতাদের কাছে টাকা চাইলে তাদের এখন বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। ২০১৪ সালের ৭ আগস্ট গফরগাঁও পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইবনে আজাদ কমল সন্ত্রাসী হামলায় আহত হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় ছাত্রলীগের ৩ নেতাকে আসামি করে নিহত কমলের বাবা আবুল কালাম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন কমল। তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য ২০১৪ সালের ২৩ নভেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে পরিবারকে ডেকে পাঠানো হয়। এ সময় কমলের স্ত্রী খাদিজা আক্তারের হাতে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এবি সিদ্দিকুর রহমানের সহায়তায় ৫ লাখ টাকার একটি স্থায়ী ডিপোজিট করে দেন খালেদা জিয়া। একই সঙ্গে পরিবারের হাতে অনুদানের ৩ লাখ টাকার আরেকটি চেক তুলে দেন। এর ১৫ দিন পর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি রুকনুজ্জামান রুকন ও উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহিবুর রহমান নাছিম নিহত কমলের পরিবারের হাতে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা দেন। বাকি ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা ওই ছাত্রদল নেতারা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ঘুরেও এ দু'জনের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করতে পারেননি বলে জানান নিহত কমলের বাবা আবুল কালাম। তিনি অভিযোগ করেন, অনুদানের টাকা চাইলে রুকনুজ্জামান রুকন মাহিবুর রহমান নাছিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। পরে নাছিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'তোর ছেলের দাম এই টাকার চেয়ে বেশি হবে না।' তাই বাধ্য হয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার কাছে লিখিত অভিযোগ করি। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মোবাইল ফোনে মাহিবুর রহমান নাছিম জানান, তিনি ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে দেন। পরে ৫০ হাজার টাকা দেন উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাদেকুর রহমান। বাকি ১ লাখ টাকা জেলা ছাত্রদল সভাপতি দেয়ার কথা। অভিযোগের বিষয়ে জানতে রুকনুজ্জামান রুকনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার দুটি ফোন নম্বরই বন্ধ পাওয়া যায়। গফরগাঁও উপজেলা বিএনপির সভাপতি এবি ছিদ্দিকুর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, নিহত ছাত্রদল নেতা কমলের বাবা আবুল কালামের কাছ থেকে টাকা আত্মসাতের বিষয়টি শুনেছি এবং এ বিষয়ে খালেদা জিয়ার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।